English → Bengali

Milestones
commentary on the Islamic world

# মারাত্মক মাইলস্টোন

লিখেছেন তানজিন আর. দোহা এবং ইফতেখার জামিল

পি ডি এ ফ

## ভূমিকা

২০১৩ সালে দুটি গণহত্যা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং ইসলামের মধ্যে প্রয়োজনীয় অসঙ্গতি [1] নির্দেশ করে: একটি প্রকাশ্য দিবালোকে কায়রোর রাবা স্কোয়ারে (আগস্ট ২০১৩) এবং অন্যটি সূর্যাস্তের পরে ঢাকার শাপলা চত্বরে (মে ২০১৩)।[2] এই ঘটনাগুলি রাজনৈতিক ইসলামের সমসাময়িক অবক্ষয়কে চিহ্নিত করে।[3] ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের হত্যাক্ষেত্রে ইসলামপন্থী মৃতদেহের হত্যাকাণ্ড এই অসঙ্গতির চূড়ান্ত নাটকীয়তা হলেও, বিচারিক-আইনি কার্যক্রম, সাংবিধানিক সংশোধন, নিরাপত্তা আলোচনা, বিচার বহির্ভূত হত্যা, অপহরণ, জোরপূর্বক গুম, ফ্রেমবন্দী ক্রসফায়ার এবং প্রশাসনিক যন্ত্রের অন্যান্য কার্যক্রমেও এই দ্বন্দ্ব দৃশ্যমান হয়। প্রকৃতপক্ষে, ধর্মনিরপেক্ষের নাগাল এত গভীর যে মাঝে মাঝে এটি রাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যায় বলে মনে হয়। রাষ্ট্র কেবল ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে কার্যকর করে না; ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রকে বিকৃত করে এবং ইসলামকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তার আমলাতন্ত্র, আদালত, নাগরিক, অর্থ এবং নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করে। ইসলামের প্রতিটি ধারাবাহিক বিচ্ছিন্নতার সাথে সাথে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যোগসূত্র আরও তরল এবং আরও সুসংগত হয়ে ওঠে।

"ডেডলি মাইলস্টোন" প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল *দ্য ভোল্টা* পত্রিকায় । প্রবন্ধটিতে, ইফতেখার জামিল এবং আমি অনুবাদ এবং স্মৃতিচারণের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করার চেষ্টা করেছি। আমরা তালাল আসাদের নির্দেশনা অনুসরণ করেছিলাম যে ধর্মনিরপেক্ষকে তার ছায়ার মধ্য দিয়ে খুঁজে বের করতে হবে, সরাসরি মুখোমুখি হওয়ার পরিবর্তে। [4] অনেক দিক থেকে, এটি করা কঠিন, কারণ ধর্মনিরপেক্ষের নাগাল রাষ্ট্র এবং অর্থনীতির চেয়েও বেশি। ধর্মনিরপেক্ষকে শ্রেণীবদ্ধ করা মানে এর প্রভাব মিস করা। ধর্মনিরপেক্ষ শারীরিক ক্ষমতা এবং সংবেদনশীলতায় থাকে; এটি একটি জনসাধারণের হৃদয়কে পুনর্গঠিত করে। এটি জাতির "রক্তে" থাকে। এটিই জাতির জীবনকে তার প্রাণশক্তি দেয়। এটি গঠনমূলক। ঠিক এই কারণেই *জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার* মধ্যে নাগরিক এবং এর বাইরের - ইসলামপন্থীদের - মধ্যে সংঘর্ষ মৌলিকভাবে ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংঘর্ষ বলে মনে হয়। ফ্রান্টজ ফ্যাননের বিপরীত প্রজাতির ধারণার বিপরীতে [5] - যেখানে উপনিবেশবাদী এবং উপনিবেশবাদীরা একটি দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে কাজ করে যা উপনিবেশবিরোধী সহিংসতার (সংশ্লেষণ) মাধ্যমে কাটিয়ে ওঠা যায় - এই প্রজাতিগুলি রাজনৈতিক সমাজের যুদ্ধে একে অপরের মুখোমুখি হয় না। ইসলামপন্থীরা হুমকি কারণ তারা বিদ্যমান। জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় সমাজতন্ত্রের বিপরীতে, "জাতিগত স্বাস্থ্যবিধি" নেই [6] তবে এর একটি শুদ্ধিকরণ কাঠামো রয়েছে: একটি শুদ্ধিকরণ প্রকল্প যেখানে নাগরিকদের নিয়মিতভাবে ইসলামকে ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয় গঠনের ব্যাকরণের অধীনস্থ করে জাতির প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। নিজস্ব রূপকথা বজায় রাখার জন্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ক্রমাগত একটি নতুন ঐতিহাসিক স্তরে নিজেকে পুনরুত্পাদন করে [7]। ২০১৩ সালের শুরুতে ঈশ্বরবিরোধী ব্লগার এবং অন্যান্য বাম প্রগতিশীলদের দ্বারা সংগঠিত বাংলাদেশে শাহবাগ আন্দোলন ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে জাতীয় পুনর্গঠনের একটি মুহূর্ত। যদি বিশ্বাসীরা শরীয়ত মেনে চলে, ধর্মনিরপেক্ষতার (মেটা) শারীরিক ধারণার বিরোধিতা করে এবং রাজনৈতিক আলোচনাকে অতিক্রম করে এমন একটি নৈতিক জগতের আদর্শের মধ্যে নিজেদের অবস্থান করে, তাহলে তারা ধর্মনিরপেক্ষতার দ্বারা আরোপিত শর্ত লঙ্ঘন করে এবং শত্রু যোদ্ধা হয়ে ওঠে [8]। ৫ মে হেফাজতে ইসলামের প্রতিক্রিয়া - যা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ জনসমাবেশ ছিল - এটিকে একটি ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন হিসাবে দেখা হয়েছিল, জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার পুনর্গঠনের প্রতি অবিশ্বাসের একটি ধর্মীয় প্রতিমূর্তি।

সাইয়্যেদ কুতুব তাঁর ক্লাসিক লেখা *"Milestones"*- এ বর্ণনা করেছেন যে ইসলামের পথে বিশ্বাসীরা সামাজিক পুনর্নবীকরণের পথে কীভাবে সাইনবোর্ডের মুখোমুখি হবেন। এই সাইনবোর্ডগুলি ইসলামী পুনরুজ্জীবনের ( *তাজদীদ* ) আন্দোলনকে বজায় রাখতে সাহায্য করে। কুতুবের রচনায় - এমনকি তার অন্ধকারতম সময়েও - একটি ধর্মতাত্ত্বিক আদর্শবাদ রয়েছে। সুতরাং, কুতুব যে "মাইলফলক"গুলির কথা উল্লেখ করেছেন তা কেবল পথপ্রদর্শক নয়, এগুলি চূড়ান্ত বিন্দুও: ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে একটি অর্জন। কুতুবের এই স্থবিরতা এবং টেলিওলজি ছিল আধুনিক আদর্শবাদে তার নিজস্ব চিন্তাভাবনার ফাঁদে পড়ার ফলাফল। আমাদের জন্য, মাইলফলকগুলি অবশ্যই একটি উন্নত ভবিষ্যতের লক্ষণ নয়। এগুলি একটি বৃহত্তর বিপর্যয়ের ইঙ্গিত, একটি চূড়ান্ত ঘটনা যেখানে ঘটনার স্মৃতি ঘটনার চেয়েও বেশি বাস্তব। এটি পৃথিবীর শেষ, দুঃখ ছাড়া একটি শেষ, স্মৃতিকাতরতা ছাড়াই একটি পরিণতি, একটি শেষ যেখানে আত্মসমর্পণ বাস্তবতা।

তানজিন আর. দোহা

৬ মে, ২০১৭

## ভূমিকা

> যারা আল্লাহর পথে ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, তারপর নিহত হয় অথবা মারা যায়, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উত্তম রিযিক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহই সর্বোত্তম রিযিক দানকারী।
>
> —কুরআন (সূরা ২২, আয়াত ৫৮)

*"পোয়েট্রি অফ দ্য তালেবান"* বইয়ের ভূমিকায় , ফয়সাল দেবজী আফগান তালেবানদের কঠোর ধর্মীয়তার বাইরে "মানবিক উপাদান" পরীক্ষা করেছেন। তিনি তালেবানদের জনপ্রিয় উপস্থাপনাগুলিকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছেন এই পরামর্শ দিয়ে যে সংকলনের কবিতাগুলি এমন একটি চেতনাকে প্রতিফলিত করে যা কেবল রাজনৈতিক হাতিয়ার বা কঠোর ইসলামী আচরণবিধির বাইরে চলে যায়। এই প্রবন্ধে, আমরা ফয়সাল দেবজীর তালেবানের কাব্যিক নান্দনিকতার উপস্থাপনা পরীক্ষা করে দেখি, এটিকে বাংলাদেশের দেওবন্দ ঐতিহ্যের মধ্যে একটি নতুন সাহিত্যিক কাব্যিক শৈলীর বিপরীতে উপস্থাপন করে। দেবজীর বিশদ বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা করার জন্য আমরা যে সাহিত্যকর্মগুলি ব্যবহার করি তা ৫-৬ মে, ২০১৩ তারিখে ঢাকায় ইসলামপন্থীদের গণহত্যার প্রতিক্রিয়া হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। আমরা তালেবানদের উপর কোনও পাল্টা আখ্যান না দিয়ে দেবজীর স্বীকৃত অনুমানগুলিকে সমাধান করতে পছন্দ করি। অন্য কথায়, আমরা বিতর্কের বিরুদ্ধে বিতর্ক, আখ্যানের বিরুদ্ধে আখ্যান, বা ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে ব্যাখ্যা ব্যবহার না করা বেছে নিই। আমরা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ঘটনাবলী বেছে নিই, একটি নিকটবর্তী রাজনৈতিক-ভূগোলের মধ্যে, যেখানে দেওবন্দ ঐতিহ্যের ইসলামিক আলেম এবং ছাত্ররা - একটি ইসলামী শিক্ষাগত এবং আলোচনামূলক ঐতিহ্য যার তালেবানরাও একটি অংশ - ধর্মনিরপেক্ষ আধিপত্যের প্রতি সম্ভাব্য নতুন ধরণের ইসলামী প্রভাব এবং নান্দনিকতার সাথে প্রতিক্রিয়া জানায়। নান্দনিকতার চেয়েও, আমরা যে প্রশ্নগুলির সাথে লড়াই করি তা হল: আমরা কি এমন একটি ইসলামিক নান্দনিকতার উত্থানের সম্ভাব্য সাক্ষী যা "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" এর স্থানীয় গতিশীলতার বিপরীতে নিজেকে অবস্থান করে? আমরা কি জাতীয়তাবাদী নান্দনিক দৃষ্টান্তের চূড়ান্ত সংকটের একটি সময়ে প্রবেশ করেছি? এবং আমরা কি ইসলামকে - কেবল একটি প্রাক-আধুনিক ঐতিহ্য হিসাবে নয় বরং একটি নির্দিষ্ট বংশধারার মধ্যে থেকে একটি আধুনিক-বিরোধী শক্তি হিসাবে - উদার-ধর্মনিরপেক্ষ জনসাধারণের ক্ষেত্র এবং অতি জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র উভয়ের সাথে বিরোধের মাধ্যমে ইতিহাসের একটি নতুন স্তরে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভূত এবং প্রবেশ করছে?

## তালেবানদের নান্দনিক রূপদান

"তালেবানদের আত্ম-সচেতনতা" ব্যাখ্যা করার জন্য, দেবজি কেবল নান্দনিকতাকে রাজনৈতিক থেকে আলাদা করেননি, বরং তিনি তালেবানদের কাব্যিকতা এবং ভাগ করা সংবেদনশীলতাকে ভাষাগতভাবে প্রাসঙ্গিকভাবেও তুলে ধরেছেন। দেবজি লিখেছেন যে এই কবিতাগুলি জনপ্রিয় আলোচনায় তালেবানদের সাথে প্রায়শই যুক্ত "জাতিগত এবং মতবাদের সীমা" অতিক্রম করে একটি মানবিক দিক প্রদর্শন করে এবং তাদের কাব্যিক সংবেদনশীলতার অস্পষ্টতা ভাষাগত এবং সামাজিক ইতিহাসের বৈচিত্র্য থেকে উদ্ভূত হয় যেখান থেকে এই গোষ্ঠীটি উদ্ভূত হয়। দেবজি লিখেছেন যে তালেবান কবিদের দ্বারা ব্যবহৃত পশতু ভাষার "ফার্সি এবং উর্দুর মতো ভাষার সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে যা একদিকে পশতুনদের ইরানের সাথে এবং অন্যদিকে ভারতের সাথে সংযুক্ত করে।" এটা কৌতূহলজনক যে দেবজি তালেবানদের নান্দনিকতার জন্য "তাদের আন্দোলনের বাইরের একটি চেতনা" খুঁজে পান। তিনি লিখেছেন যে তাদের জীবনের নান্দনিক মাত্রা তাদের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং এটি তাদের "স্বাধীনতার ব্যক্তিগত অনুভূতির" একটি সম্পূর্ণ প্রকাশ। দেবজি পরামর্শ দেন যে এই লেখায় সংগৃহীত উপাদানগুলি "তালেবানের ব্যক্তিগত সদস্য বা সহানুভূতিশীল" দ্বারা লেখা এবং তাই, ইসলামী আমিরাতের সাংস্কৃতিক কমিটির প্রচারণা থেকে একেবারেই আলাদা। *গজল* রূপের অস্পষ্ট গীতিকার বর্ণনা দিতে গিয়ে, দেবজি অপবিত্র এবং পবিত্রের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে চিন্তা করার

তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন, বরং "স্বাধীনতাকে একটি অভ্যন্তরীণ গুণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা" হিসাবে। তিনি লেখেন যে তালেবানের কাব্যিক রূপ তাদের নিজস্ব মতাদর্শ থেকে বেরিয়ে আসতে দেয়, কারণ এটি তাদের বাইরে থেকে নৈতিক শৃঙ্খলা দেখতে দেয়। দেবজি এরপর উল্লেখ করেন যে কবিতার সংগ্রহ কীভাবে মোল্লা ওমর বা ওসামা বিন লাদেনের মতো সমসাময়িক ইসলামপন্থী ব্যক্তিত্বদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না বরং তারা আফগান সংগ্রামের পূর্ববর্তী ইতিহাসের ব্যক্তিত্বদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে - বিশেষ করে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে। দেবজি পরামর্শ দেন যে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের তুলনায় সোভিয়েত এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা তালেবান কবিদের দ্বারা "তাদের অনুকরণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়" হিসাবে দেখা হয়। দেবজি জোর দিয়ে বলেন যে তালেবান জঙ্গি এবং সহানুভূতিশীলরা "বিশুদ্ধ ধর্মীয় উপাদান" সম্পর্কে আগ্রহী নয় এবং শরীয়তের উপর মনোযোগের অভাব রয়েছে। আরও, তিনি দাবি করেন যে তালেবানরা কেবল কামোত্তেজক এবং অ-ধর্মীয় রহস্যময় সাহিত্যের উল্লেখ করছে না, বরং অতীতের জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যকর্মেরও উল্লেখ করছে।

**গণহত্যার কাব্যিক আর্কাইভ**

দেবজির ধারণা - মানবিক উপাদান, আন্দোলনের বাইরের চেতনা, আদর্শ এবং স্বাধীনতা একটি অভ্যন্তরীণ গুণ - তালেবান এবং বৃহত্তর দেওবন্দ ঐতিহ্যকে মানবতাবাদের ইউরোপীয় আলোচনায় সমালোচনামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে অ-বস্তুগত করে তোলে। দেবজি তালেবান গঠনকারী সমস্ত উপাদানকে নেতিবাচকভাবে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেন: নান্দনিকতা রাজনৈতিক নীতিশাস্ত্র থেকে পৃথক করা হয়, পবিত্রতা অপবিত্রতা থেকে পৃথক করা হয়, মতাদর্শকে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর বস্তুগত মতাদর্শ এবং নির্ধারণ থেকে পৃথক করা হয়, এবং চেতনাকে শরিয়া এবং এর নৈতিক মতবাদ কাঠামো থেকে পৃথক আদর্শবাদ হিসাবে ধারণা করা হয়। দেবজি স্বাধীনতাকে নান্দনিক করে তোলেন, এটিকে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ গুণে পরিণত করেন এবং ইসলামপন্থীদের সমসাময়িক অবস্থানগততাকে অ-রাজনীতিকরণ করেন - বিশেষ করে যারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের যুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে।

তালেবানদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকলেও, তাদের কবিতার এই ধরনের নান্দনিকতা দেওবন্দী পুনরুজ্জীবনবাদের একটি বৃহত্তর নেটওয়ার্কের সুষম প্রেক্ষাপটকে প্রভাবিত করে - দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় সক্রিয় - একটি ঐতিহ্য যা বাস্তব ( *হাকিকা* ) এর মুখোমুখি হওয়ার উদ্দেশ্যে *তরিকার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে শরিয়তকে নিখুঁত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে [9]। তাজকিয়াহ-আল-নাফস* [10] ধারণাটিই বিশ্বাসীর কাজকে তার হৃদয় এবং সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের সাথে পৃথক করার অনুমতি দেয় না। প্রকৃতপক্ষে, বাইরের হস্তক্ষেপ - বিদেশী শক্তি বা স্থানীয় ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার দ্বারা - বিশ্বাসীর জন্য অ-ইসলামিক ( *জাহিলিয়া*

) একটি উল্টো জগৎ তৈরি করে, যা ঐশ্বরিক ইচ্ছার প্রতি শারীরিক আনুগত্যকে অত্যন্ত কঠিন করে তোলে। এটি বিচ্ছিন্নতার দিকে সংগ্রামের সম্ভাবনার জন্য একটি শর্ত তৈরি করে।

মাদ্রাসা সূত্র অনুসারে, ৫ মে, ২০১৩ তারিখে, প্রায় দশ লক্ষ মানুষ ঢাকার একটি বিশাল অংশ দখল করে নেয় - জাতীয় মসজিদ এবং ব্যবসায়িক জেলার মধ্যে - যা বাংলাদেশের ইতিহাসের বৃহত্তম জনসমাবেশ ছিল। দেশের প্রায় সমস্ত কওমি মাদ্রাসা একই ব্যানারে সংগঠিত হয়ে হেফাজতে ইসলাম গঠন করে, যার আক্ষরিক অর্থ "ইসলামকে রক্ষা করা"। সেই বছরের শুরুতে ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগস্ফিয়ারে নবী মুহাম্মদের (সা.) অবমাননাকর - এমনকি অশ্লীল - চিত্র প্রকাশের বিরুদ্ধে জনতা মিছিল করে। মার্চের দিন সন্ধ্যার নামাজের পর, রাষ্ট্রীয় বাহিনী ব্যবসায়িক জেলার একটি বিশাল অংশের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং জোরপূর্বক ইসলামী সাংবাদিকদের সরিয়ে দেয়, যাকে তারা "অপারেশন ফ্লাশআউট" নামে অভিহিত করে। ৬ মে সকাল পর্যন্ত অব্যাহত এই অভিযানে ইসলামী ছাত্র ও আলেমদের গুম এবং গণহত্যা জড়িত ছিল। প্রশাসন এই ঘটনার প্রতিবেদন করতে চাওয়া স্থানীয় মিডিয়াগুলিকে দমন করে এবং তথ্য-অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশের চেষ্টাকারী মানবাধিকার সংস্থা এবং তথ্যচিত্রকারদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়। তা সত্ত্বেও, আল জাজিরা, বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে, রিপোর্ট করেছে যে সেই রাতে শত শত ইসলামিক ধর্মগুরু এবং ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছিল।

এই প্রবন্ধের বাকি অংশে, আমরা ২০১৩ সালের মে মাসে বাংলাদেশের ঢাকায় সংঘটিত গণহত্যার পরিণতি পরীক্ষা করেছি। আমরা গণহত্যার পরবর্তী সময়ে লিখিত স্মৃতি, প্রতিফলন, কবিতা, উপন্যাস, ভিডিও, অন্যান্য সাহিত্যিক এবং অ-সাহিত্যিক নিদর্শন সংগ্রহ করেছি। ইসলামপন্থী জনসাধারণের মধ্যে এই গণহত্যার স্মৃতিচারণ করা হয় এমন কিছু রূপ। [11] এই উপকরণগুলি হল প্রকৃত ঘটনার অবশিষ্ট চিহ্ন — শুকনো রক্তের মতো —। এটি একটি জীবন্ত সংরক্ষণাগার যা কেবল একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য মূর্ত সমালোচনার অনুমতি দেয় না, বরং অতীতের দিকে তাকালে বাস্তববাদী অনুমানের জন্য একটি প্রান্তিক সম্ভাবনা প্রদান করে। সংরক্ষণাগারের উপকরণগুলি ধর্মনিরপেক্ষ সময়ের সমালোচনা: আমরা একই সাথে প্রথম হত্যাকাণ্ডের মাংসে ফিরে যাই এবং বর্তমান মুহূর্তের নীরবতার মধ্যে থাকি।

নিচের অংশটি ৫-৬ মে, ২০১৩ সালের গণহত্যার সাক্ষী একজন কওমি মাদ্রাসা ছাত্রের লেখা একটি কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। কবি মৃত্যুর রূপের বস্তুগততা এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার সাথে এর সম্পর্ক নিয়ে অনুমান করেছেন, যেখানে ক্ষমতার বন্টন কেবল রাষ্ট্রযন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয় না, বরং নীতিগতভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঢাকার সামাজিক জীবনেও তা ছড়িয়ে পড়ে।

> মৃত্যুতেও আনন্দ আছে।
>
> > উদাহরণস্বরূপ, আমি হাঁটছি এবং আমার প্রেমিকার মোহময় সুবাসের জন্য আকুল।
> >
> > কিন্তু, আমি হঠাৎ থেমে যাই এবং একটি পিঁপড়ের ঝাঁকের উপর প্রস্রাব করি।
> >
> > অথবা, আমি আমার পঞ্চম বান্ধবীর সাথে ডেটিং করছি।
> >
> > আমি কিছু ফুল ছিঁড়ে তাকে প্রতিশ্রুতি হিসেবে দিই
> >
> > ।

লেখক যাকে "মৃত্যুর আনন্দ" বলেছেন তার উপরিভাগ পড়লে হয়তো কেউ এই অনুচ্ছেদে কবি যে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যমূলক বা এজেন্টাল কাঠামো সম্পর্কে ভাবতে পারে। বরং, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিগত বিচারে কবি ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার উৎপত্তিস্থল হিসেবে তৈরি হওয়া একটি নির্দিষ্ট সাধারণতা নিয়ে উদ্বিগ্ন বলে মনে হয়: এই পৃথিবীর প্রতি এক ধরনের আবেগ, *দুনিয়া* এবং এর নির্দিষ্ট কালের প্রতি এক ধরনের আবেগ যা চূড়ান্তভাবে স্বাভাবিক। এই সাধারণতার মধ্যে একটি আবেগপূর্ণ ইতিহাস রয়েছে: অনুভূতি, অনুভূতি, স্পর্শ, গন্ধ, মূর্তকরণের ইতিহাস। ঢাকার ময়লা, বিপর্যয় এবং নৈতিক দুর্নীতি অনুভব করা যায়,

যেখানে একটি গণহত্যা হল জীবনযাত্রার একটি পদ্ধতি হিসেবে ইসলামের কাঠামোগত মুছে ফেলার যৌক্তিক ফলাফল। এই অনুচ্ছেদের গতিশীলতা হল ধর্মনিরপেক্ষ রূপের নীতিগত সমালোচনার আকারে একটি খসড়া, বাতাসের মতো ইসলামের উপস্থিতি। অন্য কথায়, ইসলামের উপস্থিতি ইসলামের অনুপস্থিতির মধ্যেই। এই অনুচ্ছেদে কণ্ঠস্বর কোনও একক লেখকের নয়। বরং, এটি মু'মিনুনদের - গণহত্যার সাক্ষীদের - একটি সম্মিলিত চাপা কণ্ঠস্বর, যারা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার ফাঁদে আটকা পড়েছে, কিন্তু অনুপস্থিত লেখকের (প্রত্যাদেশের) প্রতি এক ধর্মান্ধতা দ্বারা অনুপ্রাণিত। কবিতাটিকে মৃত্যুর বিপরীত - জীবনের দর্শনের আহ্বান হিসাবে ভুল করা উচিত নয়। বরং, এটি দুটি ধরণের মৃত্যুর মধ্যে একটি শ্রেণীবদ্ধ পার্থক্য করার প্রচেষ্টা হিসাবে পড়া উচিত: মানুষের প্রতিমা দ্বারা মোহিত ব্যক্তিদের মৃত্যু, এবং তাই এই জীবন, বনাম যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের মৃত্যু - মৃত্যুর একটি বৃহত্তর সাধারণ ইতিহাসের মধ্যে।

প্রস্রাবে ডুবে থাকা পিঁপড়ার অবস্থা এবং টুকরো টুকরো ফুলের অবস্থা হল প্রতিটি জীবের উপর ধর্মনিরপেক্ষদের ব্যাপক এবং বিস্তারিত সহিংসতার একটি ক্ষুদ্র বস্তুগত উপস্থাপনা। এখানে, ধর্মনিরপেক্ষতার সমস্যা সম্পর্কে কবির চিন্তাভাবনা রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে নয়, বা কোনও নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়ের একটি উপাখ্যান হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষ সম্পর্কে নয়। বরং, তিনি সহিংসতার মৌলিক তত্ত্বের উপর আলোকপাত করেছেন: 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর যুক্তি দ্বারা রচিত ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার শক্তির মধ্যে জীবন গঠনকারী সহিংসতা, বরং আরও বিস্তৃতভাবে, আধুনিকতা নিজেই দ্বারা।

ঢাকার গণহত্যা-পরবর্তী পরিস্থিতিকে এক মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দেওয়া যাক। পিঁপড়ার মতো ক্ষুদ্র, তুচ্ছ প্রাণীর প্রতি অনৈতিক ধর্মনিরপেক্ষ আচরণ সম্পর্কে এই ইসলামপন্থী কবির হতাশাবাদী পর্যবেক্ষণের সাথে, সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া একজন মুসলিম বন্দীর মন্তব্যের তুলনা করলে, কীভাবে তিনি পোকামাকড় এবং প্রাণীর সাথে সাহচর্যের মাধ্যমে নির্যাতনের অপমান সহ্য করেছিলেন, আমরা দুটি ভিন্ন জগতের মধ্যে বিরোধের উপর ভিত্তি করে বিপরীত অবস্থান দেখতে পাই। ১৪ বছর গুয়ান্তানামো বে সামরিক কারাগারে থেকে মুক্তি পাওয়ার পরপরই শাকের আমের বিবিসির একটি সাক্ষাৎকারে ব্যাখ্যা করেন যে কীভাবে পিঁপড়া এবং বিড়ালের মতো অন্যান্য প্রাণীর সাথে তার নৈতিক সম্পর্ক তাকে কারাবাস টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল। আমের বলেন,

> আমি সব ধরণের প্রাণীর সাথে বন্ধুত্ব করি। তাদের মধ্যে একটি হল পিঁপড়া। কারণ তারা সুন্দর ছিল, তারা যেভাবে কাজ করছিল এবং এই সব। আমি কখনই জানতাম না যে আমি তাদের সাথে কতটা সময় কাটাতে পারি। কিন্তু আমি তাদের দেখতে শুরু করি। আমি বিভিন্ন পিঁপড়া, বিভিন্ন রঙ, বিভিন্ন কাজ করার পদ্ধতি শিখতে শুরু করি। এবং এটি সুন্দর ছিল কারণ আমি এত কিছু শিখেছিলাম, এবং তারা আমার সাথে এত বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে আমি বিশ্বাস করি যে প্রাণী, পোকামাকড়, তারা যে কোনও ধরণের জিনিস যা তারা আমাদের বুঝতে পারে। তারা আমাদের চেনে। তারা আমাদের মধ্যে পার্থক্য জানে। কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য জানি না কারণ তারা পিঁপড়া, কিন্তু তারা আমাকে চেনে। তারা আমাকে আমার মতোই চিনত কারণ আমি তাদের দিনে তিনবার খাওয়াতাম, নির্দিষ্ট সময় তাদের খাবার দিতাম। এবং তারা আমাকে বিরক্ত করে না। [12]

আমেরের নীতিগত দৃঢ়তা তাকে নির্যাতনের মধ্যেও মর্যাদার অনুভূতি বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল। পিঁপড়ার জীবনের ছোট ছোট বিবরণের প্রতি তার মনোযোগ কেবল একটি বিশেষ ধরণের ইসলামী ধার্মিকতা থেকে নয়, বরং ইসলামের অ-মানব-রূপী দেবত্বের ধারণা এবং একটি অ-মানবকেন্দ্রিক সম্পর্কীয় কাঠামো থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যার মধ্যে প্রাণীরা একে অপরের সাথে গতিশীল থাকে কারণ তাদের নির্দিষ্ট "বিমূর্ত উপাসনা" এর দিকে ঝোঁক থাকে, [13] যা সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখা বা অনুভব করা যায় না তার একটি মূর্ত উপাসনা।

ঢাকার কওমি মাদ্রাসার ছাত্রের মূল কবিতায় ফিরে আসা যাক। পরবর্তী অংশে আমরা পার্থিব আনন্দে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে শান্ত জীবনের ব্যাঘাতের সমালোচনা দেখতে পাব:

শান্ত পরিবেশের সার্বভৌমত্ব আসলে কে পছন্দ করে?

আমরা পুকুরে ছোট ছোট পাথর ছুঁড়ে মারতে পছন্দ করি যাতে ঢেউ তৈরি হয় এবং শান্তি নষ্ট হয়।

আমরা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খালি বোতলে লাথি মারতে পছন্দ করি।

আমরা খালি গলির নীরবতা ভাঙতে পছন্দ করি।

কবিতার অন্ধকার রাতে

আমরা শব্দের সাথে এর রূপে প্রবেশ করি, যেমন আমরা বেশ্যাদের মধ্যে প্রবেশ করি।

প্রমাণ করার জন্য যে আমরা কবি এবং ভালো দাস...

আমাদের প্রেমিকার পরিপাটি চেহারা, এবং লিপলাইনার

পার্লারে তার গর্ব এবং ব্যয়বহুল মেকআপ

আমরা তাকে পার্কে নিয়ে যাই, এবং যখন আমরা তাকে নষ্ট করি তখন পুরুষদের মতো অনুভব করি

।

প্রশান্তি কেবল একটি পরিবেশ বা মেজাজ নয়। বরং, এটি একটি অবস্থা, বিশেষ মহাজাগতিক ভিত্তি সহ নীতিগত শৃঙ্খলার একটি অবস্থা, এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে নিয়ম এবং স্থানাঙ্ক রয়েছে এমন একটি বিশ্ব উন্মুক্ত করার জন্য যেখানে কেবল অদৃশ্যই সার্বভৌম। এই আদি অবস্থা - যার উদ্ঘাটনমূলক ভিত্তি রয়েছে - পরিবেশগত পরিবর্তন, একটি সাংস্কৃতিক দৃষ্টান্ত, এমনকি একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর চেয়েও অনেক গভীর কিছু দ্বারা ব্যাহত হয়েছে। এই সমস্ত ঐতিহাসিক পরিবর্তন একটি অনটোলজিক্যাল সংকটের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যা এই ব্যাঘাতের জন্য দায়ী যা নির্দিষ্ট ধরণের বস্তুগত সম্পর্ক থেকে এর অর্থ উদ্ভূত হয় যা একই সাথে উদ্ভূত হয় এবং মানুষের সার্বভৌমত্বের ধারণাকে অর্থ দেয়। যে আত্মবিশ্বাসের সাথে সার্বভৌম মানুষ - যাকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে ঐতিহাসিকভাবে চিহ্নিত করতে বাধ্য - "পুকুরে ছোট পাথর নিক্ষেপ", "খালি বোতল লাথি মারা" বা যারা নম্র তাদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসাবে নিজেকে উন্নীত করে, তা হল ঐশ্বরিক আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্যে নিহিত একটি আত্মবিশ্বাস।

কবিতার ধর্মনিরপেক্ষ স্থাপত্যে প্রবেশকারী তিক্ত শব্দের সাথে নারীর অসম্মানজনক অনুপ্রবেশের তুলনা নারী বিদ্বেষ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে কাঠামোগত সম্পর্কের সমালোচনা। এই অংশের শেষ দুটি লাইনে, ইসলামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষদের দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলেছেন, যা কেবল দুটি জীবনের ধরণগুলির মধ্যে বৈরিতাই নয় বরং নৈতিক সম্ভাবনার একটি তরলতাও প্রদর্শন করে। এই অর্থে, এটি কেবল একটি স্পষ্ট রায় নয়, বরং সামাজিক সম্পর্কের একেবারে ভিত্তিতেই ইসলামের আহ্বান।

একটা শান্ত সমাবেশ আছে

, আমি তার দিকে হেঁটে যাই, আর বোমা ছুঁড়ে মারি

কেউ কেউ আহত হয়, কেউ কেউ মারা যায়।

তাতে কী পার্থক্য হয় - যদি তারা না মরে?

পিঁপড়ের স্তূপ আর ফুলের মতো, তাদেরও মরতে হবে।

মৃত্যুর মধ্যে আনন্দ আছে।

আমাদের শান্ত জীবনে, আমাদের নীরবতা ভাঙার প্রয়োজন,

ঠাকুরের গানের পাশাপাশি আমাদের সন্ত্রাসীদেরও প্রয়োজন।

এটা ঠিক এরকমই।

কবিতার শেষ অংশে ইসলামপন্থী একটি চিত্র তুলে ধরেছেন - সমসাময়িক মিডিয়ার কৌশলের মধ্যে সাধারণ, যেখানে ইসলামপন্থীদের বস্তুগতভাবে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যারা দৈনন্দিন জীবনের জাগতিক শান্তিকে আক্রমণ করে - একটি নির্দিষ্ট আলোচনাকে একত্রিত করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ব্যবহৃত সত্য-কৌশলগুলিকেই নয়, বরং অনুভূত-মৃত্যুর প্রকৃত অনুভূতিকেও বিকৃত করার জন্য। অন্য কথায়, ইসলামপন্থী মৃত্যুর অনিবার্যতা এবং বিশ্বায়নের কথাও চিন্তা করেন। কবি সন্ত্রাসবাদ হিসেবে ইসলাম এবং বুর্জোয়া ভাষা হিসেবে জাতীয়তাবাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দ্বিধাদ্বন্দ্বের সমালোচনা করে শেষ করেন, যা ঠাকুরের মানবতাবাদ দ্বারা নির্দেশিত। এই বিবৃতিটি বিপজ্জনক কারণ এটি সামাজিক জগতের পাঠ হিসাবে ভুল ব্যাখ্যা করার ঝুঁকি বহন করে যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ এবং ইসলামিকের মধ্যে ক্ষমতার কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু কবিতার গঠন এবং রূপ আমাদের জন্য এই সংকটের সমাধান করে: কবিতাটি মূলত প্রশ্ন আকারে নির্মিত হয়েছে, এবং "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ"-এর একটি নির্দিষ্ট ব্যাকরণের মধ্যে মৃত্যুর বস্তুগততা এবং একটি আধিপত্যবাদী ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের সাথে এর সম্পর্ক সম্পর্কে খোলা জল্পনা জড়িত। এটি "উত্তর-আধুনিক" বা "উপনিবেশবাদ-পরবর্তী" বাইনারি সমালোচনার মাধ্যমে বিশ্বের একটি সাধারণ সংক্ষিপ্তসার নয়। বরং, এটি ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তির বস্তুগত অধিবিদ্যার একটি কাব্যিক প্রশ্ন।

ছবির ক্রেডিট: অতীশ সাহা

**চূড়ান্ত মন্তব্য**

আমাদের প্রবন্ধে সাইয়্যেদ কুতুবের প্রভাব সহজেই চিহ্নিত করা উচিত। যদিও কুতুব মূলত *"Milestones"* লেখায় আধুনিকতাকে *জাহিলিয়া* হিসেবে বিশ্লেষণ করার জন্য পরিচিত , সাহিত্য ও কবিতার উপর তার পূর্ববর্তী রচনাগুলি এই প্রবন্ধের সাথে প্রাসঙ্গিক। সাহিত্যের রীতিনীতির জগৎ থেকে কুতুবের দূরত্ব নিজেই ধর্মনিরপেক্ষতার সমালোচনা, কারণ তিনি সাহিত্যে মানুষের প্রতি আকৃষ্টতা দেখেছিলেন। যেহেতু এই প্রবন্ধে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় ছিল ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির প্রতি আবেগপূর্ণ-নৈতিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে কবিতার সম্ভাবনা, তাই আমরা কুতুবের কাজের সেই মাত্রার উপর আলোকপাত করি যেখানে তিনি একই রকম উদ্বেগের দিকে অগ্রসর হন: অ-ইসলামের একটি উল্টো সামাজিক সামগ্রিকতার উত্থানের সাথে সম্পর্কিত সাহিত্যের মৃত্যু। আমাদের বিশ্লেষণ ব্যতীত আমরা সাহিত্যের মৃত্যু থেকে মৃত্যুর অবস্থা এবং কৌশলের দিকে এগিয়ে যাই।

আমরা জিজ্ঞাসা করি, ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে মৃত্যু কীভাবে সংগঠিত হয়? এবং, ইসলামে মৃত্যুর ধারণার সাথে এই মৃত্যু-কৌশলগুলি কীভাবে ভিন্নভাবে বাস্তবায়িত হয়? অভিজ্ঞতা হিসাবে মৃত্যুর গঠনকে ইন্দ্রিয়ের একটি নির্দিষ্ট প্রশাসন গঠনের সাথে সম্পর্কিত করে বুঝতে হবে, যেখানে আমাদের দেহের ইন্দ্রিয়-গঠন স্বাধীনতার যুক্তিসঙ্গততার মধ্যে থিম্যাটিক করা হয়। সহজভাবে বলতে গেলে: ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞতাবাদকে যুক্তিসঙ্গত এবং সত্য হিসাবে সার্বভৌম হিসাবে ধারণার মাধ্যমে সর্বজনীন করা হয়, যার নিজস্ব টেলোস রয়েছে: স্বাধীনতা। যখন এই বিশেষ মানুষের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয়কে সত্য হিসাবে ধারণা করা হয় তখন আমরা ইউরোপীয় চিন্তাকে চিন্তা হিসাবে বিশ্বায়ন করি। বিশেষ চিন্তাকে সর্বজনীন চিন্তা হিসাবে স্বাভাবিকীকরণ এক ধরণের দার্শনিক সংকট তৈরি করে যা চিন্তার সম্ভাবনাকেই বিপর্যস্ত করে, আধুনিক মানুষের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট উদ্বেগ তৈরি করে যা পূর্ববর্তী উদ্বেগ থেকে আলাদা। চিন্তার ধর্মনিরপেক্ষতার পূর্ববর্তী উদ্বেগগুলি এখনও চিন্তার নিজেই অনিবার্য প্রকাশের মধ্যে ছিল

এবং চিন্তার কঠোর আকস্মিকতার কারণে, সেই উদ্বেগগুলি প্রাসঙ্গিক এবং সাময়িক ছিল। আধুনিক দার্শনিক উদ্বেগ আরও মৌলিক এবং মৌলিক: এটি চিন্তার মধ্যেই একটি বিরতি, যা মানুষের মৌলিক সার্বভৌম বিষয় হিসেবে ইন্দ্রিয়, স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীনতার ধারণাগুলিকে ঘিরে সংগঠিত। উপনিবেশবাদের সম্পর্কের মাধ্যমে বিশ্বায়িত এই বিশেষ সার্বভৌম মানুষ - একটি প্রক্রিয়া যাকে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে পারি - অ-ইউরোপে একজন উদ্বিগ্ন, রোগগত, যৌন আক্রমণাত্মক ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ তৈরি করে যিনি সরাসরি ঐশ্বরিক ইচ্ছার অবাধ্য। এই ধর্মনিরপেক্ষ মানুষটি - একজন মানুষ যে আয়নায় তাকায় এবং শ্বেতাঙ্গ মানুষটিকে দেখতে চায় - যে ইসলামপন্থীকে ঘৃণা করে, যার বিরুদ্ধে আমরা তদন্ত করি।

কবিতা মানুষের এই সংকটের বাইরে নয়। চিন্তার সংকট - যা ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় - কবিতাকে শব্দ, বাক্য এবং অর্থের কাঠামোগততা এবং হারমেনিউটিক্সের মধ্যে বন্দী করে। কবিতার কাঠামোর এই প্রতিহিংসা জীবনের ব্যাপকতা থেকে এটিকে বিচ্ছিন্ন করে। জীবনের সাথে কবিতার সম্পর্ক দেখানোর অর্থ জীবনের প্রতি এক অদ্ভুত আবেশ প্রদর্শন করা নয়, বরং এই জীবনের সীমা এবং সীমাবদ্ধতা এবং মৃত্যুকে বন্ধন এবং উন্মোচন উভয়ই হিসাবে গ্রহণ করা। কবিতার মধ্যে এবং এর প্রতি ইসলামী প্রতিরোধকে মানুষের নিজের পুনর্ধারণের মাধ্যমে আঁকড়ে ধরতে হবে - সময়, দেহ এবং *রুহের* ধারণা [14] যা একটি নির্দিষ্ট ছন্দের মধ্যে আটকে আছে। এই মানুষের জন্য মৃত্যু জীবনের চূড়ান্ততা নয়, বরং *হাকিকতের উপলব্ধি। এই কারণে, তিনি আশাবাদী নন, এবং দুনিয়াকে* একটি ইউটোপিয়ায় পরিণত করার কোনও প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য নেই।

*এই প্রবন্ধটি দ্য ভোল্টা* থেকে অনুমতি নিয়ে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে।

**তানজিন আর. দোহা ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভিস-এ নৃবিজ্ঞানে পিএইচডি প্রার্থী। তাঁর নৃতাত্ত্বিক গবেষণা বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশে জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ইসলামের মধ্যে দ্বন্দ্বের উপর আলোকপাত করে।**

**ইফতেখার জামিল ইসলামী বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন এবং আইনশাস্ত্রে প্রশিক্ষিত। তিনি বাংলা, আরবি, উর্দু এবং ফারসি ভাষায় লেখেন এবং চিন্তা করেন। বর্তমানে, জামিল ইসলামের প্রতিনিধিত্বে বাংলা কবিতা ও সাহিত্যের ব্যর্থতার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখছেন।**

## স্বীকৃতি

আমরা এই ছোট প্রবন্ধটি আমাদের ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভাইদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি যারা ৫-৬ মে, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশের ঢাকায় অপারেশন ফ্লাশআউটের সময় শহীদ হয়েছিলেন।

ইফতেখার জামিল এই প্রবন্ধে অবদান রেখেছেন বাংলায় তার সমালোচনা প্রদান করে, যা তানজিন আর. দোহা অনুবাদ করেছেন।

রাশিদা দোহা আরেকটি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন, যা মূলত একজন কওমি মাদ্রাসার ছাত্রের লেখা ছিল, যা আমরা এই লেখার জন্য ব্যবহার করতে পারিনি, কিন্তু তবুও এটি আমাদের পড়ার কৌশলকে প্রভাবিত করেছিল।

## মন্তব্য

[1] দেখুন ওয়ায়েল হাল্লাকের " *দ্য ইম্পসিবল স্টেট: ইসলাম, পলিটিক্স, অ্যান্ড মডার্নিটি'স মোরাল প্রেডিকামেন্ট"* (২০১৩)। হাল্লাক আধুনিক রাষ্ট্র এবং ইসলামের মধ্যে কাঠামোগত অসঙ্গতির উপর আলোকপাত করলেও, আমার জোর ধর্মনিরপেক্ষতার দ্বারা অসঙ্গতির উৎপাদনের উপর।

[2] প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন যে হত্যাকাণ্ডগুলি দিনের শুরুতে শুরু হয়েছিল, কিন্তু শাসকগোষ্ঠী যাকে "অপারেশন ফ্লাশআউট" বলে অভিহিত করেছে - পদ্ধতিগত লক্ষ্যবস্তু হত্যা এবং উচ্ছেদ - সন্ধ্যার দিকে শুরু হয়েছিল।

[3] রাজনৈতিক ইসলাম বলতে আমি নাগরিক সমাজের রাজনৈতিক আলোচনায় ইসলামপন্থীদের বাস্তববাদী সম্পৃক্ততাকে বোঝাচ্ছি।

[4] দেখুন তালাল আসাদ, *ধর্মনিরপেক্ষতার গঠন: খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম, আধুনিকতা*। ২০০৩।

[5] দেখুন ফ্রান্টজ ফ্যানন, রিচার্ড ফিলকক্স দ্বারা অনুবাদিত, *দ্য রেচেড অফ দ্য আর্থ*। ২০০৫।

[৬] জোয়াকিম স্কোল্টিসেক, "ফ্যাসিবাদ - জাতীয় সমাজতন্ত্র - আরব "ফ্যাসিবাদ": পরিভাষা, সংজ্ঞা এবং পার্থক্য।" *ডাই ওয়েল্ট ডেস ইসলাম* 52 (2012), 242-289।

[7] এই লেখক ২৭শে মে, ২০১৩ সালে একটি বিবৃতি তৈরিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন যেখানে তিনি শ্বেতাঙ্গ-আধিপত্য বর্ণনা করার জন্য একই ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। https://davisantizionism.wordpress.com/2013/05/27/note-from-revolutionaries-of-color-ii-2/

[8] "শত্রু যোদ্ধা" এর সংজ্ঞায় কিছু পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এটিকে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে সংজ্ঞায়িত করেছে। দেখুন কংগ্রেসনাল বিলস ১০৮তম কংগ্রেস, এইচআর ১০২৯, (৮), https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-108hr1029ih/html/BILLS-108hr1029ih.htm । যদিও সংজ্ঞাটি মূলত মার্কিন সরকারের (যা ওবামার আমলে প্রযুক্তিগতভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল) সম্পৃক্ত, এই সংজ্ঞার প্রভাব বিশ্বব্যাপী। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদ দমনের নিজস্ব বক্তব্যে "শত্রু যোদ্ধা" এর এই ধারণা দ্বারা প্রভাবিত।

[9] বংশতালিকার নির্দিষ্ট ধারণা; নীতিগত বংশের শৃঙ্খল; ইসলামী পথ বা পথ যা একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় পণ্ডিতিক ধারা অনুসরণের উপর নির্ভরশীল।

[10] *আত্মা বা হৃদয়ের পবিত্রতা* এই শব্দটির সর্বোত্তম অনুবাদ নাও হতে পারে। তবে এটি প্রায়শই এইভাবে অনুবাদ করা হয়। যদি কেউ *তাজকিয়া* সম্পর্কে গুরুতর হন , তাহলে তারা অনুবাদের সহিংসতা এবং কুরআনের আরবি অর্থ থেকে আত্মা বা হৃদয়ের ব্যুৎপত্তিগত এবং বংশগত ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য দূরত্ব সম্পর্কে চিন্তা করবেন।

[11] নৃবিজ্ঞানী চার্লস হির্শকিন্ড মিশরে রাষ্ট্রের যুক্তির বাইরে থাকা একটি ইসলামী সমাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে কাউন্টারপাবলিকের ধারণাটি ব্যবহার করেছেন।

[12] শাকের আমেরের মন্তব্য এখানে অক্ষরে অক্ষরে পুনরুত্পাদন করা হয়েছে। আমরা তার সুর, উচ্চারণ, তার উপভাষা এবং তার ভুলগুলি অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলাম। জোর করে তাকে একজন খাঁটি ব্রিটিশে রূপান্তরিত করার কোনও প্রয়োজন নেই। গুয়ান্তানামোতে প্রায় চৌদ্দ বছরের জিজ্ঞাসাবাদ আমেরকে আত্মস্থ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা এটিকে সম্মান করি। সাক্ষাৎকারের লিঙ্কগুলির জন্য এই দুটি লিঙ্ক দেখুন: http://www.bbc.com/news/magazine-35049397, https://shadowproof.com/2015/12/15/shaker-aamer-befriended-ants-stray-cats-to-survive-guantanamo-torture/

*[13] হেগেল তার "ইতিহাসের দর্শন"* বক্তৃতায় ইসলামের বর্ণনা দিতে এই ধারণাটি ব্যবহার করেছেন ।

[14] এটি প্রায়শই 'আত্মা' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও এটি 'শ্বাস' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এবং কখনও কখনও এটি 'চিহ্ন' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। শব্দটির অর্থ 'করুণা' ধারণার সাথেও সম্পর্কিত হতে পারে।

---

৮ মে, ২০১৭

6 LIKES শেয়ার করুন

---

নতুনতর পুরোনো

---

সমস্ত বিষয়বস্তু মাইলস্টোনস জার্নাল এবং এর অবদানকারীদের সম্পত্তি। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।